দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 19 JAN 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

X 76

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাবে উন্নয়ন কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ১৮ই জানুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন বাজেটের অভাবে উন্নয়ন কর্মকান্ডে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি হয়েছে এবং বিভিন্ন সমস্যায় ঘুরপাক খাচ্ছে চার হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারী। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০–৯৫) ৮৬ কোটি টাকার চাহিদার স্থলে অনুমোদন মিলেছে মাত্র ৩৯ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। এই পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হতে বাকি মাত্র পাঁচ মাস। এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে ৩৬ কোটি টাকা। টাকার অভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী ছাত্র ও ছাত্রী হল নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। শিক্ষকদের ডরমিটরির কাজ অর্ধেক সমাপ্ত হলেও বাকি অংশ এ পরিকল্পনায় হচ্ছে না। জিয়াউর রহমান হলের অধিকাংশ কাজ সম্পূর্ণরূপে পড়ে আছে। জিমনেশিয়া, স্টেডিয়াম নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। একটি অনুষদ বিল্ডিং ও দুইটি অনুষদের কাজ চলছে। আটটি বিভাগ নিয়ে গঠিত সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের নিজস্ব কোন ভবন নেই। সভা সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড চালানোর জন্য কোন অডিটোরিয়াম নির্মাণ এখনও হয়নি। এতদঞ্চলের দশটি জেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়নি। ৭ই সেপ্টেম্বর '৯৩ বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট অংক ও পরিসংখ্যান (তুলনামূলক কম ব্যয় বহুল)সহ বিজ্ঞান বিভাগের কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিজ্ঞান অনুষদ খোলার জন্য মঞ্জুরি কমিশনের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠালেই তা অনুমোদিত হয়নি। অথচ বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান বিষয় খোলা হবে না এটা ভাবতেও অবাক লাগে। মঞ্জুরি কমিশনের বরাদ্দ কম হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আয়–খাতগুলোতে অধিক টাকা ধার্য করা হয়েছে। যার ফলে ছাত্রছাত্রীদের ৬০ টাকার বাস ভাড়ার স্থলে ৫শ' ৪০ টাকা, ৬শ' ১২ টাকার সেশন চার্জের স্থলে ৭শ' ৪৯ টাকা প্রদান করতে হচ্ছে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেটের বড় অংশই পাওয়া যাচ্ছে না। যার কারণে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। এ ব্যাপারে মঞ্জুরি কমিশনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।